অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০

থানার পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অফিসার-ইনচার্জকে অবশ্যই সততা, দক্ষতা ও প্রভাবমুক্ত থেকে পেশাদারিত্বের মনোভাব নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী রেঞ্জে পেশাদার ও দক্ষ অফিসার-ইনচার্জ নির্বাচনের জন্য একটি নীতিমালার প্রনয়ণ করা হয়েছে। পুলিশ পরিদর্শকগণ রেঞ্জে যোগদানের পর তাদের জন্য নির্ধারিত সূচকের একটি মূল্যায়নক্রম তৈরী এবং ক্রমানুযায়ী শীর্ষে থাকা পরিদর্শকগণকে অফিসার-ইনচার্জ হিসেবে বিভিন্ন থানায় পদায়ন করা হয়ে থাকে। এতে করে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীগণ সকল প্রকার প্রভাব ও তদবীর ছাড়াই পদায়নের জন্য বিবেচিত হতে পারছেন। নতুন সদস্য তালিকায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর এটি পুর্নঃমূল্যায়িত হয়ে থাকে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় যোগ্য অফিসার ইনচার্জ পদায়নের প্রক্রিয়াটি অফিসার-ফোর্সের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা তৈরি করেছে। আস্থা ও বিশ্বাস তৈরী হয়েছে যে, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে কাজ করলে এই রেঞ্জে মূল্যায়ন করা হয়। পদায়ন প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে সকল স্তরের পুলিশ সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

মূল্যায়নক্রম তৈরীতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ঃ-

ক) জেলার পুলিশ সুপার'গণ ০৬(ছয়) মাস অন্তর ৯০(নব্বই) নম্বরের উপর মূল্যায়িত কপিটি রেঞ্জ ডিআইজির নিকট প্রেরণ করেন।

খ) শতকরা ৫০ ভাগ নম্বরের উর্ধ্বে প্রাপ্ত পরিদর্শকগণকে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উপস্থিত হতে হয়।

গ) ডিআইজি, ০২ জন অ্যাডিশনাল ডিআইজি, ডিআইজি কার্যালয়ের ০৪ জন পুলিশ সুপারগণের সমন্বয়ে গঠিত ০৭(সাত) সদস্যের বোর্ড উক্ত মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

ঘ) বোর্ডের সকল সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে নির্বাচিত অফিসার ইনচার্জ হিসেবে যোগ্য পরিদর্শকগণের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করা হয়।

ঙ) অফিসার ইনচার্জ পদের শূন্যতার ভিত্তিতে উক্ত তালিকার ক্রমানুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার তাদের পদায়ন করে থাকেন।

মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের স্থির চিত্র।

অফিসার ইনচার্জ পদায়ন নীতিমালা-২০২০ 'ছক'

<table>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td><td>৫</td><td>৬</td><td>৭</td><td>৮</td><td>৯</td><td>১০</td><td>১১</td><td>১২</td><td>১৩</td><td>১৪</td><td>১৫</td><td>১৬</td><td>১৭</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ক্রমিক নং</td><td rowspan="2">পুলিশ পরিদর্শকদের নাম, বিপি নং, নিজ জেলা, জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান কর্মস্থল</td><td colspan="2">বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td colspan="3">বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-৩৫)</td><td colspan="4">পেশাগত ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৩৫)</td><td colspan="2">অন্যান্য যোগ্যতা (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td rowspan="2">পুলিশ সুপার কর্তৃক প্রদত্ত মোট নম্বর (পূর্ণ নম্বর-৯০)</td><td rowspan="2">সাক্ষাৎকার মূল্যায়ন (ডিআইজি) (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td rowspan="2">মোট প্রাপ্ত নম্বর</td><td rowspan="2">মন্তব্য</td></tr>
<tr><td>বয়স (পূর্ণ নম্বর-৫)</td><td>শারীরিক সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-৫)</td><td>চিন্তাশক্তি ও মানসিক তৎপরতা (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td>শৃঙ্খলা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td>আর্থিক সততা (পূর্ণ নম্বর-১৫)</td><td>থানা ভিত্তিক পূর্ব অভিজ্ঞতা (পূর্ণ নম্বর-৫)</td><td>নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্যতা ও ব্যবস্থাপনা (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td>জনগণের সাথে মেশার সক্ষমতা (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td>পুলিশি কাজে পেশাদারিত্ব (পূর্ণ নম্বর-১০)</td><td>ICT (কম্পিউটার জ্ঞানসহ CDMS, CIMS & PIMS) এর দক্ষতা (পূর্ণ নম্বর-৫)</td><td>পুরস্কার ও দন্ড (পূর্ণ নম্বর-৫)</td></tr>
<tr><td>১.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>